87

তারিখ ... 07 JAN 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ৩ .....

ভোরের কাগজ

মতলবে প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ ও ক্লাসরুমের তীব্র সঙ্কট

সময়মতো বই পৌঁছে না অনেক শিক্ষার্থীর কাছে

মুহাম্মদ জাকির হোসেন, মতলব থেকে : শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব, ক্লাসরুম সঙ্কট, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে বিনা মূল্যে প্রয়োজনের তুলনায় কম বই সরবরাহ, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদাসীনতা ইত্যাদি কারণে এ থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার মান প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীতে বজায় থাকলেও চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে এসে তা হ্রাস পায়।

থানা শিক্ষা অফিস থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, ১৮৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৩৯, ৮২০ জন ছেলে ও ৩৯,১৭০ জন মেয়ে সব মিলিয়ে ৭৮,৯৯০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বর্তমানে মাত্র ৮৫১ জন শিক্ষক রয়েছেন। থানায় প্রধান শিক্ষকের ১০টি এবং সহকারী শিক্ষকের ৪৪টি পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি।

থানার বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৮। বর্তমানে এগুলোতে মোট ২৬৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ১৭৮ এবং মহিলা ৮৬ জন। বেসরকারি এসব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী প্রায় ৭,৫০০। ছাত্রছাত্রীর তুলনায় থানার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক অনেক কম। ফলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। উপরন্তু, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা মাসের শেষে যে টাকা বেতন পান, তা দিয়ে তাদের সংসার ঠিকমতো চলে না। প্রভাব গিয়ে পড়ে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে। থানায় এনজিও (ব্র্যাক) পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ১৫৭। এ বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই করুণ। এখানে অধিকাংশ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার প্রতি আন্তরিকতা নেই বললেই চলে। ব্র্যাক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। শিক্ষকরা সামান্য বেতন হাতে নিয়ে কখনো স্কুলে আসেন। আবার কখনো আসেন না। ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলের শিক্ষকের মানও বেশ নিচু। অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণীরও নিচে।

থানার সরকারি, বেসরকারি এবং ব্র্যাক পরিচালিত মোট ৪০৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেকগুলোতে শ্রেণীকক্ষের সঙ্কট রয়েছে। কিছু কিছু বিদ্যালয়ের অবস্থা জরাজীর্ণ, ভাঙা এবং ক্লাস চলার অনুপযোগী। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ প্রতিবছরই অনেক বিদ্যালয়ের নির্মাণ ও সংস্কারকাজে অর্থ ব্যয় করলেও এর পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, এখানকার সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই। বেশ কিছু বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় টেবিল, বেঞ্চ ও ব্ল্যাকবোর্ড নেই। টেবিলের অভাবে অনেক স্কুলে পিছনের দিকে ছাত্রছাত্রীদেরকে দাঁড়িয়েই ক্লাস করতে হচ্ছে। স্কুলগুলোর পরিচালনায় ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের তৎপরতা তেমন একটা চোখে পড়ে না।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার ২.৫ ভাগ। ১৯৯৬ সালে এ সংক্রান্ত এক জরিপে দেখা গেছে, থানায় তৃতীয় শ্রেণীতে এসে ৪১৭, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৯০ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ২৩৭ সর্বমোট ১০৪৪ জন শিক্ষার্থী ঝরে গেছে। ফলে সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে থানার বিভিন্ন স্কুলে শিশু ভর্তির হার ৮৮ ভাগ দেখানো হলেও এর বাস্তব চিত্র ভিন্ন সরকারি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য এ থানায় বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য যে বই পাঠানো হয় তা একদিকে যেমন অপর্যাপ্ত, অন্যদিকে সময় মতো শিক্ষার্থীদের হাতে এসে পৌঁছায় না। থানা শিক্ষা অফিসের দেওয়া তথ্যানুযায়ী এ থানায় প্রতিবছর বিনা মূল্যের ২২৮০টি বই ঘাটতি থাকে; অর্থাৎ প্রতিবছরই ২২৮০ জন শিক্ষার্থী কিংবা এর চেয়ে কমবেশি শিক্ষার্থী বিনা মূল্যের সরকারি বইপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকে। জানা গেছে, ১৯৯৭ সালে থানার ১৮৪টি সরকারি এবং ৬৮টি বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যের বই বিতরণ করা হয় ২,৩৫,৯৩০টি যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম। এ কারণেও গরিব, অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া থেকে ঝরে পড়ে।

সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে থানার ২২টি ইউনিয়নে ২২টি শিক্ষা কমিটি এবং ২২টি ইউনিয়নে ৬৬টি ওয়ার্ড কমিটি এবং একটি থানা শিক্ষা কমিটিসহ মোট ৮৯টি শিক্ষা কমিটি থাকলেও আঞ্চলিক (গ্রামাঞ্চলের), কমিটিগুলোর সভা রীতিমতো হয় না বললেই চলে। কোরামের অভাবে কমিটিগুলোর সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে এ কমিটিগুলো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছে না।

সময় এবং প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি চলছে ধীর কদমে। সচেতন শিক্ষক ও অভিভাবক আগ্রহী শিক্ষা ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টায় থানা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি হতে পারে সফল।